14

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 2 4 JUN 1997
পৃষ্ঠা ৪ কলাম 2

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদলের আহ্বানে ধর্মঘট ॥ বরিশাল ও সিরাজগঞ্জে ব্যাপক সংঘর্ষ

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের আহ্বানে সোমবার দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়েছে। ধর্মঘট পালনকালে বরিশাল বিএম কলেজ এবং সিরাজগঞ্জ সরকারী কলেজে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ (শা-পা) কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে। এছাড়া ছাত্রদল কর্মীরা ধর্মঘটের সমর্থনে কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় জোরপূর্বক বন্ধ করে দেয় বলে (১৫ পৃষ্ঠা ৫ কঃ দেখুন)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

(প্রথম পাতার পর)

আমাদের সংবাদদাতা জানিয়েছেন।

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার নিরাপত্তা প্রহরী প্রত্যাহার, প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষা উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি এবং দেশব্যাপী ছাত্রদল নেতাকর্মীদের গ্রেফতার ও নির্যাতনের প্রতিবাদে ছাত্রদল এ ধর্মঘট আহ্বান করে। ধর্মঘটকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোন প্রকার পরীক্ষা কিংবা বিশেষ ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়নি। প্রশাসনিক ভবন, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি ছিল সম্পূর্ণরূপে বন্ধ। ধর্মঘট উপলক্ষে খুব ভোরে ছাত্রদল কর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গেটগুলো বন্ধ করে দেয়। কলাভবনসহ অন্যান্য ভবনের দরজায় তালা লাগিয়ে দেয়। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীষ্মকালীন ছুটি চলছে।

ধর্মঘট সফল করার জন্য ছাত্রদল বেলা ১১টায় কলাভবনের সামনে এক সমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশে ছাত্রদল সাধারণ সম্পাদক হাবিব-উন নবী খান সোহেল, আবদুল খালেক, সাহাবুদ্দিন লাল্টু, আনোয়ার হোসেন রানা, সেলিমুজ্জামান সেলিম, নূরুল হক জিতু, জয়ন্ত কুন্ড, বশির আহমেদ প্রমুখ বক্তৃতা করেন। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে শিক্ষা উপকরণের মূল্য কমানো ও ছাত্রদল নেতাকর্মীদের নির্যাতন বন্ধের দাবি জানান। আমাদের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা একে আজাদ জানান, ধর্মঘট পালনে বাধ্য করার জন্য ছাত্রদল কর্মীরা জোরপূর্বক কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ হতে ক্যাম্পাসমুখী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহনসমূহ সকাল সাতটায় আটকিয়ে দেয়। ফলে ক্যাম্পাসের বাইরে অবস্থানরত ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা ক্যাম্পাসে আসতে পারেনি। একারণে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রম বন্ধ থাকে।

বরিশাল থেকে স্টাফ রিপোর্টার জানান, ছাত্রদল আহূত ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে বিএম কলেজে ছাত্রলীগ-ছাত্রদল সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে ১৫ জন আহত ও একটি মোটর সাইকেল ভস্মীভূত হয়। গুরুতর আহত ছাত্রদল নেতা চয়ন (২০), নিজামউদ্দিন (২২)কে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সংঘর্ষের জন্য ছাত্রলীগ-ছাত্রদল একে অপরকে দায়ী করেছে। কলেজ ক্যাম্পাসে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে।

সিরাজগঞ্জ সংবাদদাতা জানান, ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে সিরাজগঞ্জ সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল কর্মীদের মধ্যে প্রায় ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষ চলে। সংঘর্ষে কমপক্ষে ২৫ জন আহত হয়। আহতদের মধ্যে ১০ জনকে বিভিন্ন ক্লিনিক ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।